পুঁজিবাজারের সঙ্কট কাটাতে প্যাকেজ ঘোষণা আসছে

অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : পুঁজিবাজারের সঙ্কট কাটাতে প্যাকেজ ঘোষণা আসছে। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। গতকাল রোববার ঢাকার শেরেবাংলা নগরে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (এনইসি) ভবনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা সাতটায় বৈঠক শুরু হয়ে চলে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। বৈঠক শেষে জানানো হয়, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সরকার সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। আর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) পুঁজিবাজারে কালো টাকা বিনিয়োগের বিষয়ে কোন প্রশ্ন করবে না– এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল পদক্ষেপের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। সভার সিদ্ধান্তগুলো শীঘ্রই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে।

উল্লেখ্য, পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা আনা এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের 'ক্ষতি' পোষানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ চূড়ান্ত করতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অংশ নেয়। সকালে এ বৈঠকের বিষয়ে একটি নোটিশ জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ তারেক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শফিকুর রহমান পাটোয়ারি, এনবিআর চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) চেয়ারম্যান এম খায়রুল হোসেন ও চার সদস্য, সাবেক গর্ভনর মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন, পূবালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হাফিজ আহমেদ মজুমদার, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনস অব ব্যাংক'র (বিএবি) চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার, অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের সভাপতি কে মাহমুদ সাত্তার, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ কবির হোসেন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ-আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফায়েকুজ্জামান, এসইসি'র সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শেফাক আহামেদ, ডিএসই প্রেসিডেন্ট শাকিল রিজভী, সিএসই প্রেসিডেন্ট সভাপতি ফখরউদ্দিন আলী আহমেদ, মেজর জেনারেল রেজানুর রহমান খান। সভা সূত্রে জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্প পুঁজির বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ আগামী এক বছরের জন্য সুদমুক্ত ঘোষণা করা হবে। এছাড়া বাজার ধসের পর থেকে এ পর্যন্ত নেয়া মার্জিন ঋণের সুদ সম্পূর্ণ মওকুফের ঘোষণা আসবে। ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের চিহ্নিত করে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের আইপিওতে বিশেষ কোটা সুবিধা দেয়া হবে। এছাড়া ব্যাংকগুলোকে নতুন করে বিনিয়োগের নির্দেশ দেবে সরকার। কালো টাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎস সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করবে না– এ বিষয়েও প্রজ্ঞাপন জারি হবে বলে জানা গেছে।

সম্ভাব্য অন্যান্য ঘোষণার মধ্যে রয়েছে, শেয়ারবাজারে তারল্য সংকট কাটাতে ব্যাংকিং খাতের এসএলআর (বিধিবদ্ধ তারল্যের অনুপাত) ও সিআরআর (নগদ জমার অনুপাত) হ্রাস; পুঁজিবাজারে ব্যাংকের বিনিয়োগসীমা হিসাবের পদ্ধতি পরিবর্তন; মার্জিন ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত (প্রভিশন) রাখার বাধ্যবাধকতা শিথিল এবং গত দুই বছরে পুঁজিবাজার থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা পুনর্বিনিয়োগের নির্দেশ।

বুধবার রাতে বাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চার ঘন্টার বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তারা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, পুঁজিবাজারে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ সক্ষমতা বাড়াতে তারল্য সংকট দূর করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের এসএলআর এবং সিআরআর হার কমানোর বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে শেয়ারবাজারে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগসীমা হিসাবের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতি পরিবর্তন হতে পারে। বর্তমানে ব্যাংকের নিজস্ব বিনিয়োগের সঙ্গে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের (সাব-সিডিয়ারি) বিনিয়োগ ও ঋণ যোগ করে

বিনিয়োগসীমা হিসাব করা হয়। এর পরিবর্তে শুধু ব্যাংকের নিজস্ব বিনিয়োগের ভিত্তিতে এই সীমা নির্ধারণ করা হতে পারে। অন্যদিকে মার্জিন ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে বিধিগত জটিলতা এড়াতে এই ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত (প্রভিশন) রাখার বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হবে। একই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মার্জিন ঋণ আদায় বন্ধ রাখার বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে পুঁজিবাজারে নতুন অর্থপ্রবাহ বাড়াতে অপ্রদর্শিত অর্থের প্রশ্নহীন বিনিয়োগের সুযোগ কার্যকর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ ধরনের অর্থ বিনিয়োগ করা হলে সরকারের কোনো সংস্থা থেকে প্রশ্ন করা হবে না বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। ব্যাংকের তারল্য সংকট সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হলে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব বলে বৈঠকে জানানো হয়েছে।

বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে ইতোমধ্যে ব্রোকারেজ কমিশনের ওপর উৎসে কর হ্রাস, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আয়কে করমুক্ত রাখাসহ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের অর্থে কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে বৈঠকে জানানো হয়। আগে নেয়া পদক্ষেপগুলো কার্যকর করার পাশাপাশি নতুন আঙ্গিকে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে প্রস্তাব এসেছে। সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে ঘোষণা দেয়া হবে।

বুধবারের বৈঠকে শেয়ারবাজার কারসাজির বিষয়টি জোরেশোরে আলোচিত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়। জানা গেছে, কারসাজির জন্য বুকবিল্ডিং পদ্ধতির মাধ্যমে শেয়ারবাজারের টাকা লুটপাটের বিষয়টি উঠে আসে। বিনিয়োগসীমার বাইরে ব্যাংকগুলোর আগ্রাসী উপস্থিতি বাজারকে অতিমূল্যায়িত করেছে বলে সমালোচনা করেন বৈঠকে উপস্থিত একাধিক ব্যক্তি। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে যথাসময়ে লাগাম না টেনে ধরার সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া কারসাজির নানা কৌশল নিয়েও আলোচনা হয়।

এদিকে অধিকাংশ কেম্পানির শেয়ারের মূল্য যে স্তরে নেমেছে, তাতে শেয়ার কেনার এখন উপযুক্ত সময় চলছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, বাজারে নতুন করে বিনিয়োগ করে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজেদের পোর্টফোলিও পরিচালনা করে বিনিয়োগকারীরা হারানো পুঁজির অনেকটাই পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। সেজন্য তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। ১:১.৫ হারে ঋণ দেয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক মার্চেন্ট ব্যাংকই সেই পরিমাণ ঋণ দেয়নি। উপরন্তু দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে ফোর্সড সেল করে বিনিয়োগকারীদের পথে বসিয়েছে।

অর্থমন্ত্রী গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের জানান, পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা আনা এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের 'ক্ষতি' পোষানোর পদক্ষেপগুলো রোববার (গতকাল) সন্ধ্যায় এক বৈঠকে চূড়ান্ত হবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সন্ধ্যায় বৈঠক শেষে ঘোষণা আসতে পারে। তা না হলে আগামীকাল (আজ) অবশ্যই ঘোষণা আসবে।' ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি 'কিছুটা হলেও' পুষিয়ে দিতে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান তিনি। অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'শেয়ারবাজার নিয়ে গত দুদিনের বৈঠকের ধারাবাহিকতায় কিছুটা অগ্রগতি তো হয়েছে। শেয়ারবাজার ক্যাপিট্যালিজমের (পুঁজিবাদ) একটি নির্দেশক। এটা সরকারের কোনো বিষয় নয়। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি একটু ভিন্ন। সে কারণে এ ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হচ্ছে।' বুধবার পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর জরুরি বৈঠকের পর গত কয়েকদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে স্থিতিশীলতা ও 'ক্ষতি পোষানো'র পদক্ষেপ নিয়ে কাজ চলছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্ত করতে তথ্য চেয়েছে এসইসি

এদিকে মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউসগুলোর কাছে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও'র বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)। গতকাল (রোববার) এসইসির পক্ষ থেকে এক পত্রের মাধ্যমে এ তথ্য চাওয়া হয়। মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের তথ্য জানতে চেয়েছে। ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ রয়েছে এমন পোর্টফোলিওকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে এ তথ্য চাওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীতে এক হতে এক লাখ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক লাখ হতে পাঁচ লাখ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৫ লাখ হতে ১০ লাখ টাকার বিনিয়োগকারীদের আলাদাভাবে তথ্য চাওয়া হয়েছে। এসইসি'র ওই বর্তায়, চলতি মাসের ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত

এ ধরনের বিনিয়োগকারীদের তহবিলের কি অবস্থা তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যেসব বিষয় উল্লেখ করতে বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, পোর্টফোলিওর বর্তমান অবস্থা, বিনিয়োগের পরিমাণ ও মার্জিন ঋণের পরিমাণ। তিন কার্যদিবসের মধ্যে এসব তথ্য এসইসিতে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মার্জিন ঋণ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের সুদ মওকুফের যে বিষয়টি গত বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তার অংশ হিসেবে এ তথ্য চাওয়া হতে পারে বলে মনে করছেন মার্চেন্ট ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তাদের মতে, ১০ লাখ টাকা বিনিয়োগ রয়েছে এমন বিনিয়োগকারীদের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী হিসেবে অভিহিত করা হতে পারে। এর ভিত্তিতে এ ধরনের বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে বলে ধারণা করছেন তারা। এ বিষয়ে এসইসির মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান বলেন, রেগুলেটর হিসেবে কমিশন বিভিন্ন সময় মার্চেন্ট ব্যাংকের কাছে নানা ধরনের তথ্য চেয়ে থাকে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

পুঁজিবাজারে লেনদেন বেড়েছে

পুঁজিবাজার স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে গত বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের বৈঠক হয়। বৈঠকের দিন থেকেই বাজারে চাঙাভাব ফিরে আসে। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববারও এর ধারা বজায় ছিল। গতকাল দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বেড়েছে। সূচকের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে বেড়েছে বেশিরভাগ শেয়ারের দাম। হাতবদল হয়েছে ৪৭৫ কোটি ৬৪ লাখ টাকার শেয়ার যা আগের দিনের চেয়ে ৪৯ কোটি টাকা বেশি।

লেনদেন শুরুর ৫ মিনিটে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সাধারণ সূচক এক লাফে প্রায় ১২৫ পয়েন্ট বেড়ে যায়। এরপর তা কিছুটা কমলেও দুপুর দুইটা থেকে আবার সূচক বাড়তে থাকে। ডিএসই সূত্রে জানা যায়, স্টক এক্সচেঞ্জটিতে তালিকাভুক্ত ৫০০ সিকিউরিটিজ রয়েছে। এরমধ্যে লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজ রয়েছে ২৭১টি। এদিন মোট ২৬৭টি সিকিউরিটিজের লেনদেন হয়েছে। দিন শেষে সূচক ১৪৬ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৩১৩ দশমিক ২২ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে লেনদেন হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দাম বেড়েছে ২৩৫টির, কমেছে ১৬টির। বদলায়নি ৩টির দর।

টানা দরপতন ও বিনিয়োগকারীদের বিক্ষোভের পর গত বুধবার পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জরুরি বৈঠক থেকে ‘যা যা প্রয়োজন’ তা করার ঘোষণা আসে। জরুরি বৈঠক শেষে জানানো হয়, পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে দু-এক দিনের মধ্যে তিন মেয়াদের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে।

এছাড়া কোনো প্রশ্ন ছাড়াই অপ্রদর্শিত অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে এবং ব্যাংকগুলো আরো বিনিয়োগ বাড়াবে বলে জানানো হয়। এরপর গত বৃহস্পতিবার পুঁজিবাজারে লেনদেন বাড়ে। বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন হয়েছিল ৪১৬ কোটি ৪৯ লাখ টাকার শেয়ার। সূচক বেড়েছিল ১৭৯ পয়েন্ট। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ডাকার খবরে বুধবারও সূচক বেড়েছিল। সেদিন লেনদেন শেষে ডিএসই সাধারণ সূচক ৩৩৮ দশমিক ২৩ পয়েন্ট বেড়েছিল।

লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) ডিএসইর শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় ছিল- বেক্সিমকো, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, গ্রামীণফোন, এসআইবিএল, তিতাস গ্যাস, ইউসিবিএল, এনবিএল, সামিট পাওয়ার, স্কয়ার ফার্মা ও এমআই সিমেন্ট।